বিশ্ব ব্যাংক
তথ্য বিজ্ঞপ্তি

স্বীয় চেষ্টায় ভাগ্য পরিবর্তন

একটি কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন (সিডিডি) দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত এক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩০ লাখ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটছে। এসব মানুষ এখন নিজেদের উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিজেরাই করছেন। এ পরিবর্তনের পেছনে মূল অবদান সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রকল্প (এসআইপিপি) শীর্ষক উদ্যোগটির। সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগটি বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গত তিন বছরে এই অঞ্চলের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রকল্প (এসআইপিপি) – গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নতুন নতুন উপায়ে স্বল্প মাত্রার অবকাঠামোগত সেবা ও সামাজিক সহায়তা প্রদান এবং আয়মূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ পরিচালনা করছে। এ ছাড়া এসআইপিপি গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান গড়ারও উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৩ সালে কর্মকাণ্ড শুরু করে এসআইপিপি ইতোমধ্যে স্থানীয় উন্নয়নে দরিদ্র মানুষের আওয়াজ যাতে আরো বেশি শোনা যায় ও অংশগ্রহণ যাতে বৃদ্ধি পায় সে প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি এক হাজারেরও বেশি গ্রামে ১৫ লাখ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। সংস্থাটির নেতৃত্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রথমে নিজেদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করে তারপর এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০টি কমিউনিটি অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এসব কাজের তদারকি ও জবাবদিহিতার দিকটি নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজে কমিউনিটির অবকাঠামো গড়ে তোলার ১৫% ব্যয় নিজেরাই বহন করে।

একই উদ্যোগের আওতায় এসব এলাকাতেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুশাসন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। উদ্যোগটির আরেকটি অংশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পাইপে করে পানি সরবরাহ করছে। এ ছাড়া ২০০৫ সালে সম্পন্ন মঙ্গা দূরীকরণের প্রথম পরীক্ষামূলক উদ্যোগের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি এ বছর (২০০৬) টেকসই উপায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সরকারের অনুরোধে বিশ্ব ব্যাংক এখন সক্রিয়ভাবে দেশের অন্যান্য দরিদ্রতম জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাড়তি সহায়তা প্রদানের কথা বিবেচনা করছে।